226899 - স্ত্রী মারা গলে কি পুরুষরে উপর শোক পালন ওয়াজবি?

প্রশ্ন

স্ত্রীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট কোন সময় শোক ও দুঃখ পালন করা কি স্বামীর উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

শোকপালন (ইহদাদ) মানে নির্দিষ্ট একটি সময় সাজসজ্জা ও সুগন্ধির ব্যবহার বর্জন করা। এটি নারীদরে বৈশিষ্ট্য; পুরুষদরে নয়। যে নারীর স্বামী মারা গছেনে তার উপর ইদ্দত পালন ও শোক পালন ওয়াজবি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

“সদ্য বিধবা নারী সুগন্ধি ও সাজসজ্জা বর্জন করব...। এটাকে শোকপালন বলা হয়। সদ্য বিধবা নারীর উপর এটি ওয়াজবি — এ ব্যাপারে আলমেদরে কোন মতভদে আছে মর্মে আমরা জানি না।”[আল-মুগনী (৮/১২৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (২০/৪৭৯) এসছে:

“যে নারীর স্বামী মারা গছেনে তার উপর ইদ্দত পালন ও শোক পালন ওয়াজবি।”[সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, আলমেদরে ইজমাক্রমে (সর্বসম্মতক্রিমে) পুরুষরে উপর কোন শোকপালন নইে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যিা গ্রন্থে (২/১০৫) এসছে: “তারা (আলমেগণ) এই মর্মে ইজমা (মতক্যৈ) করছেনে য, পুরুষরে উপরে শোকপালন নইে।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (১৯/১৫৬) এসছে:

“আমরা যে অঞ্চলে আছি সখোনে একটি প্রথা আছে; তাহলো: কারো স্ত্রী মারা গলে সে স্বামী ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব সময়রে আগে দ্বিতীয় বয়ি করে না। আপনি যদি তাদরেকে জিজ্ঞসে করনে: কনে? তারা বলব: স্ত্রীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনস্বরূপ। ঘটনাক্রমে এক লোক তার স্ত্রী মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে বয়ি করে ফলে। মানুষ তার বয়িতে যায়নি। এমনকি তারা এ লোককে সালাম পর্যন্ত দয়ে না। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর; এমনকি সটো যদি একদনি পরওে হয় বয়ি করা কি শরয়িতে

অনুমোদিত; নাকি অনুমোদিত নয়?

জবাব: এটি একটি জাহেলী প্রথা। পবিত্র শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। তাই এ প্রথাটি বর্জন করা ও এটাকে বিবেচনা না করার জন্য একে অপরকে নসিহত করা বাঞ্ছনীয়। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরপর বিয়ে করেছে তার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা জায়েয নয়। কেননা তা শরিয়ত প্রদত্ত অধিকার ছাড়া সম্পর্কচ্ছেদ।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।